



ম্যাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে বিএনএফ এর চেয়ারম্যান



ময়মনসিংহ জেলার সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ শাপলা রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে ময়মনসিংহ জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন এবং গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন।



কিশোরগঞ্জ সার্কিট হাউসে জেলার সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান ৪ সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জ সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ।

ম্যাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২৩ আগস্ট ২০২৪ বিনাইদহ জেলার 'হেল্প দি পুওর' সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।



যশোরের সহযোগী সংস্থা প্রশিক্ষিত যুব কল্যাণ সংস্থা এর কার্যক্রম পরিদর্শনে ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ

তিনি ২৪ আগস্ট যশোর জেলার সহযোগী সংস্থা 'প্রশিক্ষিত যুব কল্যাণ সংস্থা' এর চলমান কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। জনাব রহমান ম্যাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং জনবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা কর্তৃক কার্যক্রম পরিদর্শন

নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলায় 'ডিমলা জনকল্যাণ সংস্থা' বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে অনুদান নিয়ে মোট ৮টি পর্যায়ে মোট ৮টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

সেপ্টেম্বর ০৭-০৯, ২০২৪ সময়কালে ৮ম পর্যায়ে বিএনএফ এর অনুদানে 'হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ছাগল পালন কর্মসূচি' বাস্তবায়নের উপর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা জনাব এ, কে, এম, আবদুছ ছালাম পরিবীক্ষণ কাজ সম্পাদন করেন। এ অনুদানের পরিমাণ ছিল ২,৭৫,০০০/- টাকা। এ কর্মসূচির আওতায় ডিমলা উপজেলার ডিমলা ইউনিয়নের বাবুরহাট, উত্তর তিতপাড়া, রামডাংগা, উত্তর কুমারপাড়া, সরদারহাট গ্রামে ১৪ জন দরিদ্র মহিলার প্রত্যেককে ২টি করে মোট ২৮টি ছাগল বিনামূল্যে বিতরণ করে। ছাগল বিতরণকালে পশুখাদ্য ও উপকারভোগীর প্রত্যেককে

উপদেষ্টা

মোঃ রেজাউল আহসান
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

মুখ্য সম্পাদক

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

সম্পাদকমণ্ডলী

মোঃ শাহরীয়া পারভেজ
উপমহাব্যবস্থাপক

মোস্তফা কামাল ভূঞা
উপমহাব্যবস্থাপক

নির্বাহী সম্পাদক

এ, এস, এম, তরিকুল ইসলাম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

গ্রাফিক্স

মোঃ সাঈদুল আলম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

মোঃ লিয়াকত মোস্তফা
প্রোগ্রামার

১টি করে নেমপ্রেট দেওয়া হয়েছে। উপকরণ বিতরণের পর বিতরণকৃত ছাগলগুলোর উপর ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়েছে।



বর্তমানে ১২ জনের ২৪টি ছাগল ৩৮টি বাচ্চা দিয়েছে। বাকি ২ জনের ছাগল গাভীন রয়েছে। ছাগলগুলো তাঁদের সম্পদে পরিণত হয়েছে। এ সম্পদ তাঁদের আর্থিক অবলম্বনও বটে। ছাগল উৎপাদনের এ ধারায় উপকারভোগীরা খুশি। এদের প্রত্যেকেই এক একজন খামারী হয়ে উঠছে। তাঁরা সবাই ছাগলের সংখ্যা বাড়াতে চায়। ছাগল পালনের জন্য উপকারভোগীরা আলাদা ঘর নির্মাণ করেছেন। এতে করে গ্রাম পর্যায়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এদের পরিবারে আয় বাড়তে এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও সর্বোপরি তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ কর্মসূচি বিশেষ অবদান রাখবে বলে পরিবারগুলোর ও গ্রামবাসীর বিশ্বাস।

প্রকল্প এলাকার বাবুরহাট গ্রামের উত্তর তিতপাড়ার দুলু হোসেন একজন মৌসুমি শ্রমিক। তাঁর স্ত্রী মোছাম্মদ রেজিনা খাতুন ছাগল পালনে এক অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন। বিএনএফ এর ৮ম পর্যায়ের অনুদানের টাকায় তিনি ২টি মা ছাগল পেয়েছিলেন। সময়টা ডিসেম্বর ২০২২। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ছাগলগুলো লালনপালন করেছেন। সে ২ ছাগল থেকে তাঁর ছাগল সংখ্যা এখন ১১টি। প্রথম বারের বাচ্চাগুলোও বড় হয়ে বাচ্চা দিয়েছে, আবার, পুরাতন ২টিও বাচ্চা দিয়ে যাচ্ছে। তিনি তাঁর খামার আরও বাড়াতে চান। তিনি নিজেকে একজন সফল ও ভাগ্যবান খামারী মনে করেন। এ জন্য সবার মতো সেও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কাছে অনেক কৃতজ্ঞ, এ মর্মে তিনি তাঁর আবেগের কথা জানান।

ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও কুমিল্লা জেলায় আগস্ট মাসে বন্যা কবলিত জনগণের খাদ্য সামগ্রী সহায়তায় বিএনএফ



বিএনএফ এর পক্ষ হতে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলায় বন্যা কবলিত জনগণের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

আগস্ট মাসে ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও কুমিল্লা জেলায় হঠাৎ বন্যা দেখা দেওয়ায় পরিস্থিতি তীব্র আকার ধারণ করে। বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় বাড়িঘর, রাস্তাঘাট ও ফসলি জমি। লাখ লাখ মানুষ ও পশুপাখি হয় পানিবন্দী। এ সব এলাকায় তীব্র সংকট দেখা দেয় খাবার ও বিশুদ্ধ পানির। বাড়িঘর-রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ায় রান্নার সুযোগ না থাকায় অনাহারে থাকতে হয় এলাকাবাসীকে। বিশেষ করে গরিব শ্রেণির মানুষ পড়ে তীব্র খাদ্য ও পানি সংকটে।

ইতোপূর্বে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে এসেছে। আগস্টের বন্যায় অসহায় গরিবদের খাবার সহায়তার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ফেনী জেলার 'গ্রামীণ প্রগতি সংস্থা' ও 'গ্রামীণ প্রোগ্রাম', লক্ষ্মীপুর জেলার 'শিশু ও নারী উন্নয়ন সংস্থা (সিডরিউডিএ)', নোয়াখালী জেলার 'এসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট (আবাসা)' এবং কুমিল্লা জেলার 'প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থা' নামক সহযোগী সংস্থাকে মোট ১.২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করে।



বিএনএফ এর পক্ষ হতে কুমিল্লা জেলার বুড়িচং ও আদর্শ সদর উপজেলায় বন্যা কবলিত জনগণের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ



বিএনএফ এর পক্ষ হতে ফেনী সদর উপজেলায় বন্যা কবলিত জনগণের মাঝে খাবার বিতরণ



বিএনএফ এর পক্ষ হতে লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলায় বন্যা কবলিত জনগণের মাঝে খাবার বিতরণ

সহযোগী সংস্থাসমূহ পরিমাণ মতো চাল, ডাল, আলু, পেয়াজ, লবণ, তেল, ইত্যাদির সমন্বয়ে ১৭০টি প্যাকেট করে। প্রত্যেক পরিবারকে একটি করে প্যাকেট বিতরণ করে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে বন্যা কবলিত জনগণের মাঝে খাবার বিতরণ করেন। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কাজ করে থাকে। গ্রামীণ প্রগতি সংস্থা ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলায়, গ্রামীণ প্রোগ্রাম ফেনী সদর উপজেলায়, শিশু ও নারী উন্নয়ন সংস্থা লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায়, এসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট (আবসা) নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলায় এবং প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থা কুমিল্লা জেলার বুড়িচং ও আদর্শ সদর উপজেলায় খাবার বিতরণ করে।

সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ১১টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারের বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য ১.২০ কোটি এবং অন্যান্য অনুদানের ২৩ লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর



সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ১১টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারের বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য অনুদানের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে করণীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখছেন বিএনএফ এর চেয়ারম্যান।

সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ১১টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারের বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে এক সভার মাধ্যমে ৩০টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ১.২০ কোটি টাকার অনুদানের চেক হস্তান্তর করে।



সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ১১টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারের বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য অনুদানের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে করণীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখছেন বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি বিতরণ, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, নিরাপদ পানির জন্য নলকূপ স্থাপন এবং খামার, ঘরবাড়ি ও দোকান মেরামত, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। ফেনী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, সিলেট, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারসহ ১১টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

আগস্টের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১১টি জেলায় বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনে ১.২০ কোটি টাকা বিতরণকৃত অনুদানে গৃহীত কার্যক্রম :

গৃহীত কার্যক্রম	উপকরণের সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
ঘর মেরামত	১৫৮	৩,৫৪৪
গাভি বিতরণ	৬১	
সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণ	৮০	
খাঁচায় দেশি মুরগি পালন	২৩	
নলকূপ মেরামত এবং স্থাপন	৩৭	
মৎস্য খামারে সহযোগিতা	১০	
ছাগল বিতরণ	৩৫৪	
ভ্যান বিতরণ	৫	
মুদি দোকানের মালামাল প্রদান	১	৭২৯
মোট	৭২৯	

এছাড়াও এ দিন গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ কর্মসূচির জন্য ১৫.৫০ লক্ষ, বিশেষ অনুদান হিসেবে ৪.০০ লক্ষ এবং নিয়মিত অনুদান হিসেবে ৩.৫০ লক্ষসহ মোট ১.৪৩ কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়। বিতরণকৃত অনুদানে ২,২৫০ জন মহিলা এবং ১,৭৫৯ জন পুরুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনএফ এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান। সভাপতিত্ব করেন বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি।

এছাড়া ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদানের জন্য ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ‘মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল’ এ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ১ (এক) দিনের বেতন প্রদান করেছেন।



সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ১১টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারের বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য অনুদানের চেক হস্তান্তর করছেন বিএনএফ এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ফেনী, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় বন্যাতরদের সহায়তার জন্য চেয়ারম্যান মহোদয়ের ডিসক্রিশনারি ফান্ড হতে ৫টি সহযোগী সংস্থাকে ১.২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে জরুরি খাদ্য সামগ্রী, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, খাবার স্যালাইনসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা



বিএনএফ এর বগুড়া জেলার সহযোগী সংস্থা এসপা কর্তৃক লক্ষীপুর সদরে বন্যার্তদের খাদ্য সামগ্রী সহায়তা



বিএনএফ এর বাগেরহাট জেলার সহযোগী সংস্থা সেবা মানব কল্যাণ কর্তৃক ফেনী জেলা দাগনভূঞা উপজেলায় বন্যার্তদের খাদ্য সামগ্রী সহায়তা



বিএনএফ এর মৌলভীবাজার জেলার সহযোগী সংস্থা আবদা কর্তৃক মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় বন্যার্তদের খাদ্য সামগ্রী সহায়তা

২২ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর নির্দেশনা পেয়ে দেশের বিভিন্ন জেলা হতে বিএনএফ এর ৮০টি সহযোগী সংস্থা ২৭,৩৭০ জনকে শুকনা খাবার, রান্না করা খাবার, বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী, খাবার স্যালাইন, পানি বিতরণ ট্যাবলেট ও অন্যান্য ঔষধ বিতরণ করেছে এবং ২৮,০৭,৫৪০/- টাকা বিভিন্ন মাধ্যমে (যথা: প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল, ডিসি অফিস, বিভিন্ন এনজিও) নগদ প্রদান করেছে। এছাড়া বিএনএফ এর ঠাকুরগাঁও জেলার সহযোগী সংস্থা ইএসডিও বন্যার্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৫০.০০ লক্ষ টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে।

সাফল্যগাথা

বিএনএফ এর অনুদানে ড্রাইভিং শিখে মাইক্রোবাসের মালিক হয়েছেন ফেনীর ইসমাইল হোসেন

ফেনী সদর উপজেলার পাঁচগাছিয়া ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিজয় সিং গ্রামের মো. সিদ্দিকুর রহমানের ৫ সন্তানের মধ্যে ছোট ইসমাইল হোসেন। সংসারে আর্থিক টানাপোড়নের মধ্যেও তিনি এসএসসি পাশ করেন। কিন্তু পরিবার চালাতে গিয়ে বৃদ্ধ বাবাকে হিমশিম খেতে হয়। এ অবস্থায় তিনি লেখাপড়ার বিকল্প হিসেবে বাবার অনুরোধে সংসারের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে দৈনিক মজুরিতে কাজ শুরু করেন। অল্প বয়সে মা-বাবার ভরণপোষণের ভার তাঁর উপর পড়ে। দৈনিক মজুরের কাজে সুবিধা করতে না পারায় হাতের কাজ শেখার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরাঘুরি করে মোটর সাইকেল গ্যারেজে কাজ শেখা শুরু করেন। অভাবের সংসারে টানাপোড়নের মধ্যে পড়ে পূর্ণভাবে কাজ শেখার আগেই মোটর সাইকেল মেরামতের কাজ শেখাও বন্ধ করতে বাধ্য হন।



বিএনএফ হতে বিনামূল্যে গাড়ি চালানোর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গাড়ি চালিয়ে আয় করে এ মাইক্রোবাস ক্রয় করেন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ফেনী জেলার সহযোগী সংস্থা 'গ্রামীণ প্রোগ্রাম' ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিএনএফ হতে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান পায়। এ অনুদানে ইসমাইল হোসেনসহ ৫ জনকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ও ১০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করে। দৈনিক ৩ ঘণ্টা ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পাশাপাশি অন্যান্য কাজ করার সুযোগ থাকায় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে আগ্রহী হয়ে উঠেন।

ইসমাইল হোসেন ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ শেষ করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এর নিকট ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেন। এতে গ্রামীণ প্রোগ্রাম কর্তৃপক্ষও সহযোগিতা প্রদান করে। ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে ইসমাইল হোসেন একটি এম্বুলেন্স পরিবহনের মালিকের সাথে যোগাযোগ করে ড্রাইভার হিসেবে এম্বুলেন্স চালানোর জন্য চাকরি নেন। ইসমাইল হোসেন আয় করতে শুরু করায় সংসারের অভাব অনেকাংশে লাঘব হয়েছে।

এম্বুলেন্স চালানোর পাশাপাশি তিনি একটি গাড়ির কেনার স্বপ্ন দেখতেন। নিজের জমানো টাকা এবং কিছু টাকা ঋণ করে একটি রিকশা কিনে মাইক্রোবাস ক্রয় করেন। রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে ঋণ পরিশোধ করার সাথে সাথে মা-বাবার মুখেও হাসি ফুটেছে। তিনি এখন একটি মাইক্রোবাসের মালিক।

উন্নত চুলা নির্মাণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতি হতে রক্ষা পাচ্ছে



উন্নত চুলায় রান্না করছেন সাতক্ষীরার শংকরী রানী দাসী

বেঁচে থাকার জন্য আমাদের খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। বেশিরভাগ খাবারই আবার রান্না করে খেতে হয়। আর রান্নার জন্য প্রয়োজন হয় চুলার। অঞ্চল ও মানুষের অভ্যস্ততার ভিত্তিতে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানভেদে বিভিন্ন ধরনের চুলা রয়েছে। চুলার ধরণ অনুযায়ী জ্বালানির ধরণও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন-মাটির চুলায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় কাঠ, খড়-কুটো, পাতা, ঘুটে, ইত্যাদি। একইভাবে গ্যাসের চুলায় গ্যাস এবং কেরোসিন চুলায় ব্যবহৃত হয় কেরোসিন। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী এবং তারা প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুবিধা সম্পর্কে অবহিত নন। গ্রাম বাংলার আবহমানকাল থেকেই গাছপালার শুকনো কাঠ, পাতা, ঘুটে দিয়ে রান্না করাটা একটি ঐতিহ্য। যেখানে উন্নত চুলা বা গ্যাসের চুলা ব্যবহার অনেক কম সেখানে ঐতিহ্যগতভাবেই বাংলাদেশে মাটির তৈরি চুলা ব্যবহার হয়ে আসছে।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা বারসিক (২০১৩-১৪) এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, বেশিরভাগ গ্রাম অঞ্চলের জনগোষ্ঠীরই উন্নত চুলার ব্যবহার সম্পর্কে কোন ধারণা নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার এক গবেষণায় দেখা গেছে, সনাতন চুলা ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি পুড়িয়ে যতটুকু তাপশক্তি পাওয়া যায় তার শতকরা ৫ থেকে ১৫ ভাগ কাজে লাগে। বাকি ৮০-৮৫ ভাগ অপচয় হয়ে যায়। তাছাড়া চুলায় সৃষ্ট বিষাক্ত গরম গ্যাস কার্বন মনোঅক্সাইড ভাসমান অদহনকৃত কণা এবং ধোয়া ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং তা পরিবেশ দূষণ করে। নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোতে যারা অনুন্নত চুলায় জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে রান্না করে তাদের মধ্যে স্বাস্থ্যহীনতা এবং মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হলো এ চুলা থেকে নির্গত ধোঁয়া। ২০০৯ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী গৃহস্থলির জ্বালানি থেকে সৃষ্ট ধোঁয়ার ফলে বিশ্বজুড়ে দুর্বল শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সংক্রমণে প্রায় ২১%, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসে প্রতিবন্ধকতাজনিত রোগে ৩৫% এবং ফুসফুসে ক্যান্সারের ফলে ৩% মানুষ মৃত্যবরণ করে। এর মধ্যে ৬৪% মৃত্যুর ঘটনা ঘটে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে।

আগে ফসল কাটার পর নাড়া, খড়-কুটো, গরুর গোবর ইত্যাদি জমিতে ফেলে রাখা হতো। এগুলো জমিতে পচে জৈব সারে পরিণত হতো। কিন্তু বর্তমানে জ্বালানির চাহিদা পূরণ করার জন্য গোবর, খড়-কুটো, নাড়া জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার না করে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে মাটিতে সারের পরিমাণও কমে যাচ্ছে। ফলে জমি প্রাকৃতিক

সার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং জমির উর্বরতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাই ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, হচ্ছে পরিবেশ দূষণ।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সাতক্ষীরা জেলার সহযোগী সংস্থা 'আইডিয়াল'। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন 'উন্নত চুলা স্থাপনের মাধ্যমে নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণ' এর লক্ষ্যে আইডিয়ালকে ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। এ অনুদানে সংস্থাটি ৭৫টি পরিবারকে উন্নত চুলা নির্মাণ করে দেয়। প্রতিটি চুলা নির্মাণে ১,৯০০/- টাকা ব্যয় হয়।

সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার উত্তর সখিপুর গ্রামের বাসিন্দা তরুন দাস। তাঁর স্ত্রী শংকরী রানী দাসী। তাঁদের ২ মেয়ে। তরুন দাস অন্যের সেলুনে কাজ করতেন। তিনি প্রতিদিন ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা আয় করতেন। আইডিয়াল শংকরী রানী দাসীকে একটি উন্নত চুলা নির্মাণ করে দেয়। উন্নত চুলা পাওয়ার আগে প্রতিদিন গড়ে ৩০ থেকে ৩৫ টাকার কাঠ জ্বালানি হিসেবে প্রয়োজন হতো। এ চুলা ব্যবহারের ফলে এখন প্রতিদিন গড়ে ১০ টাকা থেকে ১২ টাকার কাঠ জ্বালানি হিসেবে প্রয়োজন হচ্ছে। দেখা যায়, প্রতিদিন গড়ে ২০-২৩ টাকার জ্বালানি শাস্রয় হচ্ছে। পাশাপাশি কালি ধোঁয়া থেকে নারীসহ শিশুরা সুরক্ষা পাচ্ছে। এতে করে তাঁদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা হচ্ছে, চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে, সাথে সাথে আর্থিক উন্নয়নও হচ্ছে, কিছুটা হলেও পরিবেশ দূষণ কম হচ্ছে। তাছাড়া, হাড়ি-পাতিল ও রান্নাঘর টেকসই হবে। উন্নত চুলার মাধ্যমে রান্না করার সুবিধা দেখে অনেক পরিবার উন্নত চুলা স্থাপন করেছেন।

বিএনএফ হতে ফ্রি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ পেয়ে জজ কোর্টে চাকরি পেল পাবনার হেদায়েতুল ইসলাম



বিএনএফ হতে ফ্রি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ পেয়ে জজ কোর্টে কর্মরত পাবনার হেদায়েতুল ইসলাম

পরিবর্তনশীল প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বায়নের এ যুগে দক্ষ জনবল ছাড়া কর্মসংস্থান ও টিকে থাকা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া বিশ্ব ধীরে ধীরে ডিজিটাইজেশনের যুগে প্রবেশ করেছে। বিশ্বের সাথে তালমিলিয়ে চলতে ও টিকে থাকতে হলে দক্ষ জনবল ও কর্মমুখী শিক্ষার বিকল্প নেই। দক্ষ জনবল তৈরি ও কর্মমুখী শিক্ষার একটি মাধ্যম কম্পিউটার প্রশিক্ষণ। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন প্রদানের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের পাবনা জেলার সহযোগী সংস্থা 'শহীদ ডাঃ ফজলে রাকী

ফাউন্ডেশনকে ২.৭৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। সংস্থাটি এ অনুদানে ১৫ জন ছেলে ও ১৫ জন মেয়েকে বিনামূল্যে ৩ মাস কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং ৫ জন মহিলাকে বিনামূল্যে দর্জি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ৫টি সেলাই মেশিন ও কিছু উপকরণ প্রদান করে।

মো. হেদায়েতুল ইসলাম পাবনা সদর উপজেলার চরসাধুপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ইউনুছ আলী ও মাতার নাম মোছা. হেলেনা খাতুন। ২ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন বাবা মায়ের ৩য় সন্তান। তাঁর পিতা ইউনুছ আলী পেশাগত জীবনে পাবনা জজ কোর্টে প্রসেস সার্ভেয়ার হিসেবে চাকুরি করতেন। ইউনুছ আলী পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। সে কারণে তাঁর একার পক্ষে এ চাকুরি করে পরিবারের সকলের ভরণপোষণ প্রদান করা কঠিন ব্যাপার ছিল। ফলশ্রুতিতে সন্তানদের লেখাপড়া করাতে পারেননি ইউনুছ আলী।

মো. হেদায়েতুল ইসলাম পাবনা জি.সি.আই স্কুল থেকে এসএসসি এবং পাবনা সিটি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। ২০০৮ সালে তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর এতোগুলো ভাইবোন নিয়ে তাঁর মা অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করতে লাগলেন। পরিবারের এমন পরিস্থিতির মধ্যেই তিনি সরকারি এডওয়ার্ড কলেজে ডিগ্রিতে ভর্তি হন। আর্থিক সমস্যার কারণে তাঁর পড়ালেখা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। পাবনা জজ কোর্টে তাঁর পিতা চাকুরি করার সুবাদে তাঁকে মাস্টারেরোলে এমএলএসএস পদে চাকুরির সুযোগ দেয়। অল্প বেতনে চলে না তাঁর পরিবার। ইতোমধ্যে তিনি ২য় শ্রেণিতে ডিগ্রি পাশ করেন।

মো. হেদায়েতুল ইসলাম বিএনএফ এর অনুদানে শহীদ ডাঃ ফজলে রাব্বী ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ৩ মাসব্যাপী ফ্রি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে পাবনা জজ কোর্টে নিয়োগের সার্কুলার হয় এবং তিনি স্থায়ীভাবে নিয়োগ পান। কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান থাকায় তার জন্য চাকুরি পাওয়া সহজ হয়। স্থায়ী নিয়োগের পর তাঁর পরিবারে হতাশা দূর হয়েছে।

বিএনএফ এর সেলাই মেশিন আশাবিঁত করেছে বগুড়ার জয়নব বেগমকে



বিএনএফ হতে পাওয়া সেলাই মেশিনে কাজ করছেন বগুড়ার জয়নব বেগম

বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলাধীন কানাইকান্দর গ্রামের চান মিয়ার স্ত্রী জয়নব বেগম। চান মিয়া ভ্যান চালক। ভ্যান চালিয়ে যে আয় হয় তা দিয়ে ৫ জনের সংসার চালানো সম্ভব হয় না। স্বামীর আয় দিয়ে সকলের ভরণপোষণ করা সম্ভব না হওয়ায় জয়নব বেগম অন্যের বাড়িতে কাজ করতেন। তাতেও ভালোভাবে চলে না তাঁদের সংসার। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে বগুড়া জেলার সহযোগী সংস্থা 'সমাজ

উন্নয়ন সংস্থা (এস.ডি.এস)' কানাইকান্দর গ্রামে ৩ মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে। সংস্থাটি জয়নব বেগমকে এ প্রশিক্ষণের একজন উপকারভোগীর তালিকাভুক্ত করে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং প্রশিক্ষণ শেষে বিনামূল্যে একটি সেলাই মেশিন প্রদান করে।

জয়নব বেগম সেলাই মেশিন পেয়ে বাড়িতে কাজ শুরু করেন। গ্রামবাসী জয়নবের নিকট হতে জামা, পায়জামা, ব্লাউজ, পেটিকোট, ম্যাক্সি, চাদর, বালিশের কভার, ছোট ছেলেমেয়েদের ফতুয়া, শার্ট, প্যান্ট, টেপ, সেমিস ইত্যাদি তৈরি করান। এ কাজ করে তিনি দৈনিক গড়ে ২০০-৩০০/- টাকা আয় করেন। তিনি এ টাকা সংসারের ও ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ মিটাতে থাকেন। কিছু টাকা সঞ্চয় করেন। পরে স্বামীকে ভ্যান চালানো বাদ দিয়ে একটি চা এর দোকান করে দেন। ধীরে ধীরে তাঁদের অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। জয়নব বেগম এখন স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে ভালভাবেই দিন কাটাচ্ছেন।

ছাগল পেয়ে কালিহাতির রোকেয়ার সংসারে এসেছে সচ্ছলতা



রোকেয়ার ছাগল

টাঙ্গাইল জেলার 'রুরাল পুওর ডেভেলোপমেন্ট অর্গানাইজেশন (আরপিডিও)' নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ছাগল পালন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ ছাগল পালন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন রুরাল পুওর ডেভেলোপমেন্ট অর্গানাইজেশনকে ২০১৪ সালে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। অনুদানে কালিহাতি উপজেলার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি), বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, হতদরিদ্র নারী-পুরুষকে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করে। ছাগল প্রদানের পূর্বে উপকারভোগীগণের উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তার মাধ্যমে ছাগল পালন, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক উপকারভোগীকে একটি করে মা ছাগল প্রদান করা হয়।

জেলার কালিহাতি উপজেলার বানকিনা গ্রামের জামাল ও রোকেয়ার ৪ ছেলে সন্তান। রোকেয়ার স্বামী জামাল একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। স্বামী মাঝে মাঝে মাছ বিক্রি করতেন এবং রোকেয়া অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালাতেন। এ আয় দিয়ে চলে না তাঁদের সংসার।



বিএনএফ হতে ছাগল পেয়ে তা বিক্রির টাকা দিয়ে রোকেয়ার ক্রয়কৃত পাওয়ার টিলার

রুরাল পুওর ডেভোলাপমেন্ট অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে ছাগল প্রদান কর্মসূচিতে রোকেয়াকে উপকারভোগী নির্বাচন করে একটি মা ছাগল দেয়। তিনি ছাগলটি যত্নসহকারে পালন করেন। রোকেয়ার ছাগল প্রতিবছর ৪টি করে বাচ্চা প্রসব করে। সে বাচ্চা ছাগল বড় করে। বড় হয়ে সেখান থেকেও বাচ্চা পান। এভাবে ছাগল বড় করে সুযোগ মতো বিক্রি করে কিছু কিছু জমিয়ে ১,৮০,০০০/- টাকা দিয়ে সন্তানকে একটি পাওয়ার টিলার কিনে দেন। ছাগল পালন ও পাওয়ার টিলারের আয়ে সচ্ছলতা এসেছে সংসারে।

বিএনএফ এর ড্যানে সচ্ছলতা এসেছে বগুড়ার আব্দুর রশিদের



বিএনএফ হতে পাওয়া আব্দুর রশিদের ভ্যান

কিছু একটা করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সমস্যার কারণে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) ও দরিদ্র পরিবারগুলো আয়বৃদ্ধিমূলক আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না। ফলে ঐ সকল পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তিবর্গ আর্থিক সহযোগিতা বা প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণের অভাবে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত হতে পারেন না। এ ধরনের জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সংস্থার সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হয়ে থাকেন। তাঁরা প্রায় সময়ই ঋণী ও বেকার থাকেন। অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, ভিক্ষাবৃত্তিসহ নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়েন। এদেরকে সহযোগিতা করতে পারলে তাঁদেরকে এসকল কাজ হতে বিরত রাখা সম্ভব হয়। এ পরিকল্পনা থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও দরিদ্র মানুষগুলো আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে 'ভ্যান বিতরণের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি' গ্রহণ করা হয়।

এ সকল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি ও দরিদ্র পরিবারগুলো আয়বৃদ্ধিমূলক আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বিনামূল্যে পায়ে চালিত ভ্যান প্রদানের জন্য বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার সহযোগী সংস্থা 'তারা পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (টি.পি.ইউ.এস)' এর মাধ্যমে 'ভ্যান বিতরণের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি' গ্রহণ করে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য তারা পল্লী উন্নয়ন সংস্থাকে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। সংস্থাটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি ও দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্য হতে ১৪ জনকে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করে প্রত্যেককে ১৫,৩৫০/- টাকা মূল্যের একটি করে ভ্যান প্রদান করে।

বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার বেলগাছি গ্রামের জনাব আসকার আলী ও জনাব মোহা. আলেক্সা বেগমের ছেলে জনাব আব্দুর রশিদ আর্থিক দৈন্যতার কারণে খুবই কষ্টে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। নিজের সম্বল বলতে এক টুকরো ভিটে বাড়ি। তিনি দিনমজুরি করে দিনে ২০০-২৫০ টাকা উপার্জন করতেন। কিন্তু এ উপার্জন দ্বারা ছয় সদস্যের পরিবার চালানো অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। এতে করে সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকতো। যার কারণে ছেলে-মেয়ের পড়ালেখার খরচ দিতে পারতেন না। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে বিনামূল্যে একটি ভ্যান পেয়ে আব্দুর রশিদ ভ্যান চালাতে শুরু করেন। ভ্যান চালিয়ে দিন শেষে সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে প্রতিদিন ৪০০-৫০০ টাকা থাকতো। তাঁর আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবার নিয়ে তাঁর আগের তুলনায় ভালো আছেন। আব্দুর রশিদ ভ্যান চালিয়ে ১ বছরের মাথায় ২ শতক আবাদি জমি কেনেন। বর্তমানে তিনি সচ্ছল জীবনযাপন করছেন ও পরিবার নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করছেন। অন্য ১৩ জন উপকারভোগীও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে বিনামূল্যে ভ্যান পেয়ে সচ্ছলতা ফিরে পেয়েছেন।

বিএনএফ হতে বাঁশ ও বেত এবং তৈজসপত্র তৈরি প্রশিক্ষণ পেয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন কুমিল্লার উপকারভোগীগণ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কুমিল্লা জেলার সহযোগী সংস্থা 'দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (পাস)' নামক সহযোগী সংস্থাকে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার আগানগর গ্রামের নম সম্প্রদায়ের হতদরিদ্র, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি), বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের বিনামূল্যে বাঁশ ও বেত দিয়ে ডালা, কুলা, চালন, ওড়া, মোড়া, খাঁচা, ডোলসহ নানা প্রকার বাঁশ ও বেতের তৈজসপত্র তৈরি করার প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তুলে বিনামূল্যে এগুলো তৈরির উপকরণ প্রদান করে।

দারিদ্র বিমোচন সংস্থাকে ২০২২ সালে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। সংস্থাটি ৩১ জন নারী ও ১১ জন পুরুষকে বিনামূল্যে বাঁশ ও বেতের উপকরণ প্রদান করে। তাঁদের অনেকে এগুলো তৈরি করতে পারতেন না। আবার অনেকে তৈরি করতে পারতেন না। যারা তৈরি করতে পারতেন না তাঁদের উপকরণ তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করে।



বিএনএফ হতে ছাগল পেয়ে তা বিক্রির টাকা দিয়ে রোকেয়ার ক্রয়কৃত পাওয়ার টিলার

রুরাল পুওর ডেভোলাপমেন্ট অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে ছাগল প্রদান কর্মসূচিতে রোকেয়াকে উপকারভোগী নির্বাচন করে একটি মা ছাগল দেয়। তিনি ছাগলটি যত্নসহকারে পালন করেন। রোকেয়ার ছাগল প্রতিবছর ৪টি করে বাচ্চা প্রসব করে। সে বাচ্চা ছাগল বড় করে। বড় হয়ে সেখান থেকেও বাচ্চা পান। এভাবে ছাগল বড় করে সুযোগ মতো বিক্রি করে কিছু কিছু জমিয়ে ১,৮০,০০০/- টাকা দিয়ে সন্তানকে একটি পাওয়ার টিলার কিনে দেন। ছাগল পালন ও পাওয়ার টিলারের আয়ে সচ্ছলতা এসেছে সংসারে।

বিএনএফ এর ড্যানে সচ্ছলতা এসেছে বগুড়ার আব্দুর রশিদের



বিএনএফ হতে পাওয়া আব্দুর রশিদের ভ্যান

কিছু একটা করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সমস্যার কারণে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) ও দরিদ্র পরিবারগুলো আয়বৃদ্ধিমূলক আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না। ফলে ঐ সকল পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তিবর্গ আর্থিক সহযোগিতা বা প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণের অভাবে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত হতে পারেন না। এ ধরনের জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সংস্থার সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হয়ে থাকেন। তাঁরা প্রায় সময়ই ঋণী ও বেকার থাকেন। অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, ভিক্ষাবৃত্তিসহ নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়েন। এদেরকে সহযোগিতা করতে পারলে তাঁদেরকে এসকল কাজ হতে বিরত রাখা সম্ভব হয়। এ পরিকল্পনা থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও দরিদ্র মানুষগুলো আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে 'ভ্যান বিতরণের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি' গ্রহণ করা হয়।

এ সকল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি ও দরিদ্র পরিবারগুলো আয়বৃদ্ধিমূলক আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বিনামূল্যে পায়ে চালিত ভ্যান প্রদানের জন্য বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার সহযোগী সংস্থা 'তারা পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (টি.পি.ইউ.এস)' এর মাধ্যমে 'ভ্যান বিতরণের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি' গ্রহণ করে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য তারা পল্লী উন্নয়ন সংস্থাকে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। সংস্থাটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি ও দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্য হতে ১৪ জনকে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করে প্রত্যেককে ১৫,৩৫০/- টাকা মূল্যের একটি করে ভ্যান প্রদান করে।

বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার বেলগাছি গ্রামের জনাব আসকার আলী ও জনাব মোহা. আলেক্সা বেগমের ছেলে জনাব আব্দুর রশিদ আর্থিক দৈন্যতার কারণে খুবই কষ্টে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। নিজের সম্বল বলতে এক টুকরো ভিটে বাড়ি। তিনি দিনমজুরি করে দিনে ২০০-২৫০ টাকা উপার্জন করতেন। কিন্তু এ উপার্জন দ্বারা ছয় সদস্যের পরিবার চালানো অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। এতে করে সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকতো। যার কারণে ছেলে-মেয়ের পড়ালেখার খরচ দিতে পারতেন না। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে বিনামূল্যে একটি ভ্যান পেয়ে আব্দুর রশিদ ভ্যান চালাতে শুরু করেন। ভ্যান চালিয়ে দিন শেষে সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে প্রতিদিন ৪০০-৫০০ টাকা থাকতো। তাঁর আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবার নিয়ে তাঁর আগের তুলনায় ভালো আছেন। আব্দুর রশিদ ভ্যান চালিয়ে ১ বছরের মাথায় ২ শতক আবাদি জমি কেনেন। বর্তমানে তিনি সচ্ছল জীবনযাপন করছেন ও পরিবার নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করছেন। অন্য ১৩ জন উপকারভোগীও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে বিনামূল্যে ভ্যান পেয়ে সচ্ছলতা ফিরে পেয়েছেন।

বিএনএফ হতে বাঁশ ও বেত এবং তৈজসপত্র তৈরি প্রশিক্ষণ পেয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন কুমিল্লার উপকারভোগীগণ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কুমিল্লা জেলার সহযোগী সংস্থা 'দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (পাস)' নামক সহযোগী সংস্থাকে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার আগানগর গ্রামের নম সম্প্রদায়ের হতদরিদ্র, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি), বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের বিনামূল্যে বাঁশ ও বেত দিয়ে ডালা, কুলা, চালন, ওড়া, মোড়া, খাঁচা, ডোলসহ নানা প্রকার বাঁশ ও বেতের তৈজসপত্র তৈরি করার প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তুলে বিনামূল্যে এগুলো তৈরির উপকরণ প্রদান করে।

দারিদ্র বিমোচন সংস্থাকে ২০২২ সালে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। সংস্থাটি ৩১ জন নারী ও ১১ জন পুরুষকে বিনামূল্যে বাঁশ ও বেতের উপকরণ প্রদান করে। তাঁদের অনেকে এগুলো তৈরি করতে পারতেন না। আবার অনেকে তৈরি করতে পারতেন না। যারা তৈরি করতে পারতেন না তাঁদের উপকরণ তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করে।



বিএনএফ হতে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ পেয়ে হস্তপণ্য তৈরি করছেন কুষ্টিয়ার মেরিনা খাতুন।

মেরিনা পণ্য তৈরির অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করায় তাঁকে ফেয়ার এ কারিগর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং কারুযোগেও কারিগর হিসেবে

নিয়োগ পান। মেরিনা ফেয়ারে নতুন নতুন নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ও আত্মকর্মসংস্থানের পথ দেখান।

প্রতি মাসে তিনি পণ্য উৎপাদন করে ৩-৪ হাজার টাকা আয় করেন। তাঁর নিখুঁত কারুশিল্প দেশের বাজার ছড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রশংসা অর্জন করে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মেলায় মেরিনাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শিত হয়।

বিএনএফ ও ফেয়ারের এ কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল হতদরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন। মেরিনার মতো নারীরা শুধুমাত্র তাঁদের পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটান না, তাঁরা সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নের অবদান রাখছেন। হতদরিদ্র নারীদের সঠিক দিকনির্দেশনা ও সহায়তা দিতে পারলে তাঁরা নিজেদের জীবন এবং পরিবারের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

বিএনএফ হতে বকনা বাছুর পেয়ে অবস্থার উন্নতি হয়েছে কুড়িগ্রামের জেলেখা খাতুনের



জেলেখা খাতুনের গরু

সমাজে অধিকার বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া হতদরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়ন ও আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কুড়িগ্রাম জেলার সহযোগী সংস্থা ‘ঘড়িয়ালডাঙ্গা উন্নয়ন সমাজ কল্যাণ সংস্থা’ বকনা বাছুর ও গাভি পালন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ঘড়িয়ালডাঙ্গা উন্নয়ন সমাজ কল্যাণ সংস্থাকে ২০১৮ সালে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। ঘড়িয়ালডাঙ্গা উন্নয়ন সমাজ কল্যাণ সংস্থা রাজারহাট উপজেলায় ৮ নারীকে নির্বাচন করে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. পবিত্র কুমার এর মাধ্যমে তাঁদের একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণে গরু পালন, পরিচর্যা, গরুর খাবার, গরু মোটাতাজাকরণ, রোগবালাই সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। উপজেলা

প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর থেকে বিনামূল্যে ক্ষুরা ও তড়কা রোগের ভ্যাকসিন এবং কৃমিনাশক ঔষধ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ৮ জনের প্রত্যেককে গড়ে ২৩,৩০০/- টাকা মূল্যের একটি করে বকনা বাছুর প্রদান করে।

ঘড়িয়ালডাঙ্গা উন্নয়ন সমাজ কল্যাণ সংস্থা যে ৮ নারীকে বকনা বাছুর প্রদান করেছিল তাঁদের একজন রাজারহাট উপজেলার গতিয়াসাম গ্রামের মো. ওয়াহেদ আলীর স্ত্রী জেলেখা খাতুন। ওয়াহেদ আলীর নিজের কোন চাষযোগ্য জমি নেই। দিনমজুর তাঁর পেশা। এ আয়ে চলে না তাঁদের সংসার।

বিএনএফ হতে পাওয়া বকনা বাছুর হতে পর্যায়ক্রমে তিনটি বাছুর হয়। গাভির দুধ বিক্রি ও বাছুর তিনটি বড় করে বিক্রি করে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সম্ভব করেন। এ টাকা দিয়ে ৮০ শতাংশ জমি বন্ধক নেন। এখন জেলেখা খাতুনের একটি গাভি ও একটা বকনা বাছুর আছে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ১ লক্ষ টাকা। জেলেখা বলেন এখন আমাদের আগের মতো অভাব নেই। এখন আমরা তিন বেলা খেতে পারছি। আমাদের আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক মর্যদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে তিনি বাড়ির পাশে আরো পাঁচ শতাংশ জমি কিনে গরুর খামার করার স্বপ্ন দেখছেন।

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসে বিতরণকৃত অনুদান

নিয়মিত অনুদান

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	
					প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
১	ছাগল প্রদান	৬	১৭৪	১৬.২৫	৮৭	৪৫০
২	গাভি প্রদান	৩	১৭	৯.০০	১৭	৮৫
৩	সেলাই মেশিন প্রদান	১	১৮	৩.০০	১৮	৯৩
৪	পায়ে চালিত ভ্যান প্রদান	১	১০	৩.০০	১০	১০০
৫	দরিদ্র তাঁতীদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান	২	৩০	৬.৫০	৩০	১২৯
৬	সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ	২	১৯	৬.০০	১৯	৯৯
৭	গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং আউট সোর্সিং	১	৪০	৩.০০	৪০	১৩৫
	মোট	১৬	৩০৮	৪৬.৭৫	২২১	১,০৯১

বিশেষ অনুদান

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	
					প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
১	ছাগল প্রদান	৭	৩৪	১৭.০০	৩৪	১৮৪
২	গাভি প্রদান	৮	৪৯	১৫.০০	৪৯	২৭২
৩	স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ এবং নলকূপ স্থাপন	৭	১৮৮	১৬.০০	৯৪	৪৭০
	মোট	২২	২৭১	৪৮.০০	১৭৭	৯২৬

বিশেষ কর্মসূচি (গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ)

	অনুদান প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়িত কর্মসূচি	উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ
১	ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও), ঠাকুরগাঁও	৭.৫০	গাভি প্রদান ও গরু মোটাতাজাকরণ	৪২
২	সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, রংপুর	২.০০	গাভি ও ছাগল প্রদান	১৩
৩	সোসিও-ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা), টাঙ্গাইল	২.০০	গাভি ও ছাগল প্রদান	৬৯
৪	মানব উন্নয়ন সংস্থা, সিরাজগঞ্জ	২.০০	ছাগল ও ভেড়া প্রদান	৭৫
৫	পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি, মেহেরপুর	২.০০	ছাগল প্রদান	৮৪
	মোট	১৫.৫০		২৮৩

প্রণোদনা প্যাকেজ (সিএমএসএমই) ঋণ

	বিএনএফ হতে ঋণ গ্রহীতা সহযোগী সংস্থা	ঋণের পরিমাণ (টাকা)	গ্রাহক সংখ্যা
১	ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও), ঠাকুরগাঁও	২.৫০ কোটি	৫৯
২	বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন, যশোর	৭৫ লক্ষ	৪৭
৩	ভিপিকেএ ফাউন্ডেশন, রাজবাড়ী	৪০ লক্ষ	৪০
৪	সুশীলন, সাতক্ষীরা	৯০ লক্ষ	১৯১
৫	কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডব্লিউ), দিনাজপুর	৫০ লক্ষ	৬৯
৬	রোভা ফাউন্ডেশন, মাগুরা	২৫ লক্ষ	০৯
	মোট	৫.৩০ কোটি	৪১৫

অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা



সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে অনুদানের চেক প্রদান করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে অনুদান পাওয়ার যোগ্য সহযোগী সংস্থাসমূহকে অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করে থাকেন এবং সভায় বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। এ সভায় প্রতিনিধিবৃন্দকে কাজের অভিজ্ঞতা, সমস্যা এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে আরও কীভাবে গতিশীল ও পরিচিত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।



অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভায় অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রদান করছেন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি।

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসে ২টি সভার মাধ্যমে ৭৩টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে বিশেষ কর্মসূচিসহ ২ কোটি ৩০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এরমধ্যে ৪৬টি সংস্থার মধ্যে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা নিয়মিত অনুদান এবং ২৭টি সংস্থার মধ্যে ৬৪ লক্ষ টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)

বাংলাদেশ ইনসিওরেস একাডেমি ভবন (৫ম তলা)

৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

ফোন : ০২-২২২২৮০২৩০ (হাস্টিং), ২২২২৮৩১৩৯, ২২২২৮৮১১৬

ফ্যাক্স : ০২-২২২২৩৭১৪৯

Web : www.bnf.gov.bd, E-mail : info@bnf.gov.bd

www.facebook.com/bangladeshngoofoundation

মহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করে থাকেন। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ সময়কালে নিয়মিত অনুদানে বাস্তবায়িত ৬৩টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম এবং বিশেষ অনুদানে বাস্তবায়িত ১০টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ ৭৩টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম মূল্যায়ন মান নিম্নরূপ :

মূল্যায়ন মান	পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার সংখ্যা
অতি উত্তম	১০
উত্তম	২
প্রক্রিয়াধীন	৬১
মোট	৭৩

তথ্য কণিকা

- * গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ব্যাংকিং অনুবিভাগ ২ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখের অম/অবি/ব্যাংকিং/প্রশ্না-৩/বিবিধ/ ২০০৩/২০১৪ নম্বর রেজুলিউশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে।
- * বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এক্ট ফর্মস কর্তৃক ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়। কর্মসূচি
- * কর্মসূচি বাস্তবায়ন : সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে
- * কর্ম এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ
- * সহযোগী সংস্থার সংখ্যা : সহস্রাধিক
- * নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অনুদান : ১৯৫.৪৬ কোটি টাকা
- * নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে মোট উপকারভোগী : ১ কোটি ২৬ হাজার (মহিলা ৬২.৩৩ লক্ষ এবং পুরুষ ৩৭.৯৩ লক্ষ)
- * পল্লী এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ যাবৎ সিএমএসএমই খাতে ২৭টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৬৫.৫০ কোটি টাকা প্রণোদনার স্বর্ণ বিতরণ করা হয়েছে।
- * পরিচালনা পরিষদের সদস্য : ১১
- * অনুষ্টিত বার্ষিক সাধারণ সভা : ১৮টি
- * অনুষ্টিত পরিচালনা পরিষদ সভা : ১৭৬টি এবং ৫টি বিশেষ সভা
- * পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা : ২৮ জন

বুক পোস্ট